VAT & TAX

Engr. Md. Shazzadul Islam
District Controller of Stores (Stores Section), Pahartali
Bangladesh Railway, Chattogram
& Director (ICC), CRB, Chattogram (Addl. Charge.)
Cell: 01711-692915
Email: sajeeb03ee@gmail.com

TAX কি?

ট্যাক্স হলো সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি উৎস। এটি বাধ্যতামূলক অর্থপ্রদান, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়, সম্পদ বা লেনদেনের উপর ধার্য হয়।

- **বৈশিষ্ট্য**

১.সরকারের আয়ের প্রধান উৎস।

২.প্রত্যক্ষ (Direct) বা পরোক্ষ (Indirect) উভয়ই হতে পারে।

৩.ট্যাক্স প্রদানের বিনিময়ে সরাসরি কোনো সেবা পাওয়া যায় না।

৪.আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক।

কার্যপদ্ধতি

- আয়ের উৎস অনুযায়ী হিসাব করে রিটার্ন দাখিল করতে হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ে কর পরিশোধ করতে হয়।

রিটার্ন কি?

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট একজন করদাতার বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং সম্পদের তথ্যাবলী নির্ধারিত ফরমে উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে রিটার্ন। আয়কর আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং, ক্ষেত্রমত, জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সংবলিত হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে রিটার্ন দাখিল করতে হয়।

রিটার্ন কারা দাখিল করবেন?

কারা রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:-

ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং

খ. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার (individual) আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;

২. মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৪,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;

৩. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় যদি বছরে ৪,৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়;

৪. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৫,০০,০০০ টাকার বেশি হয়।

৫. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হইবে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

৬. বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না।

যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. করদাতার মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলে;

২. সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের পূর্ববর্তী তিন বছরের যে কোনো বছর করদাতার কর নির্ধারণ হয়ে থাকে বা তার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে;

৩. কোম্পানি, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী হলে;

৪. ফার্ম, ফার্মের অংশীদার বা কোন ব্যক্তিসংঘ হলে;

৫. কোনো ব্যবসায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী হলে;

৬. গণকর্মচারী হলে;

৭. কোন অনিবাসী যার বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা আছে;

৮. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় থাকলে;

৯. ধারা ২৬১ অনুসারে করদাতা হিসেবে নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি;

১০. করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;

১১. আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তিতে ও নবায়ন করতে;

১২. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের জন্য;

১৩. সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার লাইসেন্স নবায়ন করতে;

১৪. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করতে;

১৫. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি, আইনজীবী ও কর আইনজীবী, একচুয়ারি, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার হিসাবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ নবায়ন করতে;

১৬. Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা নবায়ন করতে;

১৭. ট্রেডবডি বা কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

১৮. স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে লাইসেন্স নবায়নে;

১৯. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স, কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্স ও বায়িং হাউজ নিবন্ধন প্রাপ্তি ও নবায়নে;

২০. যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তিতে;

২১. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তিতে;

২২. লঞ্চ, স্টিমার, কৃষু ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়ায় চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৩. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;

২৪. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;

২৫. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৬. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৭. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;

২৮. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখতে;

২৯. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;

৩০. পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;

৩১. ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;

৩২. স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;

৩৩. অ্যাডভাইজরি বা কনসাল্টেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোনো কোম্পানি হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;

৩৪. বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;

৩৫. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অনান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;

৩৬. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করতে;

৩৭. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির কাছ থেকে লাইসেন্স নবায়নে;

৩৮. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভ ও নবায়ন এর ক্ষেত্রে;

৩৯. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;

৪০. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;

৪১. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;

৪২. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকের;

৪৩. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর;

৪৪. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে;

৪৫. সামাজিক অনুষ্ঠান, কর্পোরেট প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণসহ সমজাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান হতে ভাড়া বা অন্য সেবা গ্রহণকালে সেবা গ্রহনকারীর।

রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যায়

সকল আয়কর অফিসে রিটার্ন ফরম পাওয়া যায়। একজন করদাতা সারা বছর বিনামূল্যে আয়কর অফিস থেকে রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট (nbr.gov.bd) থেকে রিটার্ন ফরম download করা যাবে। রিটার্নের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য।

রিটার্ন দাখিলের সময়

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাকে রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ (আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ত্রিশ তম দিন) এর মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ এর মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৩ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

তবে, কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে অনিবার্য কারণ বিবেচনায় কর কমিশনার কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল

রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি? হ্যাঁ। যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ এর পর থেকে সংশ্লিষ্ট করবর্ষ এর ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত যখনই রিটার্ন দাখিল করুন না কেন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ পরবর্তীকালেও স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?

হ্যাঁ। তবে, রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ সংশ্লিষ্ট করবর্ষ (৩০ জুন তারিখে সমাপ্য) অতিক্রান্ত হওয়ার পরে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে না। এক্ষেত্রে, পরবর্তী অর্থবছর (পরবর্তী ১ জুলাই হতে আরব্ধ) হতে সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়

টিআইএন সনদে উল্লেখিত অধিক্ষেত্র বা সার্কেল অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে হবে। রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করা যায়। তাছাড়া, https://etaxnbr.gov.bd ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অনলাইনেও রিটার্ন দাখিল করার সুযোগ রয়েছে।

রিটার্ন দাখিল না করলে কী হয়

নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন-

ক। ধারা ২৬৬ অনুসারে জরিমানা;

খ। ১৭৪ ধারা অনুসারে কর অব্যাহতির ক্ষেত্র সংকোচন;

গ। মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত কর পরিশোধ;

ঘ। ইউটিলিটি সার্ভিসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া;

ঙ। বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে জটিলতা ইত্যাদি।

রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩)

আইটি ১১গ (২০২৩) রিটার্নটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। এই রিটার্ন দাখিল করা হলে করদাতার কর নির্ধারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে। এই রিটার্নের মাধ্যমে একজন করদাতা নিম্নোক্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করবেন, যথা:-

(অ) সকল প্রকার আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী ও মোট আয় নির্ধারণ;

(আ) আয়কর এবং প্রত্যর্পণ নির্ধারণ;

(ই) জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ;

(ঈ) বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের বিস্তারিত বিবরণ।

আয় কী?

আয় অর্থে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

(অ) যেকোনো উৎস হতে উদ্ভূত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন এবং উক্তরূপ আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;

(আ) আয় হিসাবে গণ্য বা বিবেচিত যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;

(ই) কর আরোপ করা হয় এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ, পরিশোধ বা লেনদেন;

(ঈ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন যা-

(ক) প্রাকৃতিক নয়;

(খ) কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্টি নয়;

(গ) দায় বা বন্ধকের বিপরীতে অধিগ্রহণ নয়;

(ঘ) উত্তরাধিকার, উইল, অছিয়ত বা ট্রাস্টমূলে অর্জিত নয়;

(ঙ) বিনিময় বা ক্রয়মূলে অর্জিত নয়।

আয়ের খাতসমূহ কী কী?

একজন করদাতার সকল প্রকার আয়কে নিম্নবর্ণিত সাতটি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে আয়;

(খ) ভাড়া হইতে আয়;

(গ) কৃষি হইতে আয়;

(ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;

(ঙ) মূলধনি আয়;

(চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়; এবং

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

আয়কর পরিগণনার নিয়ম

প্রথমে মোট আয় নিরূপণ করতে হবে। এরপর মোট আয়ের উপর বিভিন্ন ধাপ অনুযায়ী করদায় নিরূপণ করতে হবে। নিরূপিত গ্রস করদায় হতে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বাদ দিয়ে প্রদেয় করদায় নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার (Individual taxpayers) ক্ষেত্রে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য করহার উপস্থাপন করা হলো, যথা:-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২৫%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০%

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০ টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৫,০০,০০০ টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করবেন।

কর রেয়াত

কর রেয়াত হচ্ছে এক ধরণের কর অব্যাহতি। কোনো করদাতার গ্রস করদায়ের বিপরীতে আইনানুযায়ী ছাড় প্রাপ্তির বিষয়টি হচ্ছে কর রেয়াত। কর রেয়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে করদাতার করদায় থাকতে হবে। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে করদাতার কোনো প্রকার করদায় নেই সেক্ষেত্রে করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন না। যেক্ষেত্রে করদাতার করদায় অপেক্ষা করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত আইনানুগ কর রেয়াতের পরিমাণ বেশি সেক্ষেত্রে ন্যূনতম করদায় পরিশোধ সাপেক্ষে রেয়াতের পরিমাণ সমন্বয় হবে।

রিটার্নের নিম্নবর্ণিত অংশে কর রেয়াত দাবীপূর্বক প্রদেয় কর নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

১২	মোট কর পরিগণনাযোগ্য আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর		
১৩	কর রেয়াত		
১৪	রেয়াত-পরবর্তী প্রদেয় করদায় (১২-১৩)		
১৫	ন্যূনতম কর		
১৬	প্রদেয় কর (ক্রমিক ১৪ ও ক্রমিক ১৫ এর মধ্যে যাহা অধিক)		
১৭	(ক) নিট পরিসম্পদের জন্য প্রদেয় সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
	(খ) পরিবেশ সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
১৮	জরিমানা অথবা আয়কর আইনের অধীন প্রদেয় অন্য কোনো অঙ্ক (যদি থাকে)		
১৯	মোট প্রদেয় কর (১৬+১৭+১৮)		

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সারণী

রিটার্নে প্রদর্শনের নিমিত্ত বিনিয়োগের সারণী নিম্নরূপ:

১	বাংলাদেশে পরিশোধিত জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বা চুক্তিভিত্তিক "Deffered Annuity"	
২	Provident Fund Act, 1925 এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা	
৩	করদাতা ও তাহার নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৪	অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৫	সরকারী সিকিউরিটিজে অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার বিনিয়োগ	
৬	ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ অথবা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার বিনিয়োগ	
৭	ডিপোজিট পেনশন/ মাসিক সঞ্চয় স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা যা অনধিক ১ (এক) লক্ষ ২০ (বিশ) হাজার টাকা	
৮	সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদেয় যে কোন পরিমাণ চাঁদা	
৯	অনুমোদিত স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে নতুন বিনিয়োগ	
১০	কোনো দাতব্য হাসপাতাল বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণে স্থাপিত সংগঠনকে করদাতা কর্তৃক দান	
১১	যাকাত তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা বা দান	
১২	কল্যাণ তহবিলে/গোষ্ঠী বিমা তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
১৩	বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে অনুদান	
১৪	অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)	
১৫	মোট বিনিয়োগ (ক্রমিক ১ হইতে ক্রমিক ১০ পর্যন্ত যোগফল)	
১৬	কর রেয়াতের পরিমাণ	

আয়কর কীভাবে পরিশোধ করতে হবে?

এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে হবে। একজন করদাতা যে কর অঞ্চলের অধীন সে কর অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত কোডে করদাতাকে এ-চালানের মাধ্যেমে কর পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করদাতাকে আইনানুযায়ী উৎসে কর পরিশোধ করতে হবে।

কর প্রত্যর্পণ কী?

কোনো করবর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত করের পরিমাণ তার প্রদেয় কর অপেক্ষা অতিরিক্ত হলে করদাতা রাষ্ট্রের নিকট হতে উক্তরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরত দাবী করতে পারবেন। এরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরতের দাবী কর প্রত্যর্পণ নামে অভিহিত।

করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য কর উপকর কমিশনার রিটার্ন প্রসেসপূর্বক চূড়ান্ত করবেন। চূড়ান্তভাবে প্রত্যর্পণযোগ্য কর করদাতার অনুকূলে ফেরত প্রদান করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথবা করদাতার চাহিদা মোতাবেক পরবর্তী করবর্ষে উদ্ভূত করদায়ের সাথে সমন্বয় করার বিধান রয়েছে।

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরূপণ

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য ইতোপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রহিতক্রমে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ জারি করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প

গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশসমূহে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি করমুক্ত থাকবে, যথা:-

চিকিৎসা ভাতা, নববর্ষ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা, কার্যভার ভাতা, পাহাড়ি ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, টিফিন ভাতা, পোশাক ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, ধোলাই ভাতা, বিশেষ ভাতা, প্রেষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা, জুডিশিয়াল ভাতা, চৌকি ভাতা, ডোমেস্টিক এইড এলাউয়েন্স, ঝুঁকি ভাতা, একটিং এলাউয়েন্স, মোটরসাইকেল ভাতা, আর্মরার এলাউয়েন্স, নিঃশর্ত যাতায়াত ভাতা, টেলিকম এলাউয়েন্স, ক্লিনার এলাউয়েন্স, ড্রাইভার এলাউয়েন্স, মাউন্টেড পুলিশ এলাউয়েন্স, পিবিএক্স এলাউয়েন্স, সশস্ত্র শাখা ভাতা, বিউগলার এলাউয়েন্স, নার্সিং এলাউয়েন্স, দৈনিক বা খোরাকী ভাতা, ট্রাফিক এলাউয়েন্স, রেশন মানি, সীমান্ত ভাতা, ব্যাটম্যান ভাতা, ইন্সট্রাকশনাল এলাউয়েন্স, নিযুক্তি ভাতা, আউটফিট ভাতা এবং গার্ড পুলিশ ভাতা।

উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী করদাতাগণের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বক্সে উল্লিখিত বেতন ও ভাতাসমূহই কেবল করমুক্ত। এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী করদাতাগণ অন্য যা কিছুই প্রাপ্ত হন না কেন, তা করযোগ্য হবে এবং উক্ত করদাতাগণ ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২৭) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

আয়কর বিষয় গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

উদাহরণ-১

জনাব মিজানুর রহমান বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৫৬,৫০০
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
উৎসব ভাতা	১,১৩,০০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৩০০

তিনি সরকারি বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে

বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি একটি তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কিমে মাসিক ৫,০০০ টাকার কিস্তি জমা করেন।

মোট আয় পরিগণনা

মূল বেতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০ (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা = ১১,৩০০ (করমুক্ত)	
মোট আয়	৭,৯১,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	০	
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০	
অবশিষ্ট ৩,৪১,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩৪,১০০	
মোট করদায়		৩৯,১০০

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ × ১২)	১,৬৮,০০০
২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ × ১২)	১,৮০০
৩। গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	১,২০০
৪। ডিপোজিট পেনশন স্কিমের কিস্তি (৫,০০০ × ১২)	৬০,০০০
মোট বিনিয়োগ=	২,৩১,০০০

* ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ করমুক্ত

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক)	০.০৩ × ৭,৯১,০০০ (ক*)	২৩,৭৩০
(খ)	০.১৫ × ২,৩১,০০০ (খ*)	৩৪,৬৫০
(গ)		১০,০০,০০০
(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম		২৩,৭৩০

এক্ষেত্রে-

'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় এবং অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এইরূপ আয় বাদ দিয়া পরিগণিত মোট আয়, এবং

'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতের পরিমাণ:
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,৭৩০ টাকা।
প্রদেয় করের পরিমাণ (৩৯,১০০ - ২৩,৭৩০)= ১৫,৩৭০ টাকা।

উদাহরণ-২

ধরা যাক, উদাহরণ-১ এ বর্ণিত করদাতা জনাব মিজানুর রহমান একটি সরকারি একাডেমিতে ক্লাস নিয়ে লেকচার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, বিদেশ ভ্রমণ হতে ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। উক্ত আয়সমূহ যেহেতু জনাব মিজানুর রহমান এর জন্য প্রযোজ্য সরকারি বেতন আদেশভুক্ত নয় তাই এ সকল আয় করমুক্ত প্রাপ্তি/সুবিধা বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এ সকল আয় করযোগ্য হবে।

উদাহরণ-৩

উদাহরণ-১ এ উল্লিখিত আয় ও বিনিয়োগ যদি কোনো প্রতিবন্ধী কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফলে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে তার মোট আয় এবং করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মূল বেতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০ (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা = ১১,৩০০ (করমুক্ত)	
মোট আয়	৭,৯১,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৪,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	০	
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%		৫,০০০
অবশিষ্ট ২,১৬,০০০ টাকার উপর ১০%		২১,৬০০
মোট আয়ের উপর আয়কর		২৬,৬০০
বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত: পূর্ববর্তী উদাহরণ অনুসারে		২৩,৭৩০
	পার্থক্য	২,৮৭০

করদাতার নীট প্রদেয় কর (পরিশোধযোগ্য অংক) = ৫,০০০

করদাতার কর্মস্থল বাংলাদেশ সচিবালয় এর অবস্থান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হওয়ায় তার জন্য সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। করদাতা যদি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থান করেন তবে তার জন্যও সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।

VAT কী?

- VAT (Value Added Tax) হলো মূল্য সংযোজন কর। এটি এক ধরনের পরোক্ষ কর, যা কোনো পণ্য বা সেবার উৎপাদন, আমদানি, সরবরাহ ও বিক্রয়ের প্রতিটি ধাপে যোগ হওয়া অতিরিক্ত মূল্যের উপর ধার্য করা হয়।

. একটি পণ্য যখন কাঁচামাল থেকে তৈরি হয়ে ধাপে ধাপে ভোক্তার কাছে পৌঁছায়, তখন প্রতিটি ধাপে যে অতিরিক্ত মূল্য (Value Added) যুক্ত হয়, তার উপর নির্দিষ্ট হারে ভ্যাট ধার্য করা হয়।

. শেষ পর্যন্ত এই ভ্যাটের বোঝা চূড়ান্ত ভোক্তা (Consumer) বহন করে, কিন্তু ব্যবসায়ী সরকারি কোষাগারে জমা দেয়।

ধরা যাক, একটি টেবিলের বিক্রয় মূল্য ৫০,০০০ টাকা, কাঠ ক্রয়, মিস্ত্রির মজুরি, ফিনিশিং চার্জ বাবদ মোট ব্যয় ৪০,০০০ টাকা।

এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন (৫০,০০০-৪০,০০০) ১০,০০০ টাকা

মূল্য সংযোজন কর ১০,০০০ × ১৫% = ১,৫০০ টাকা [মনে করি **VAT** এর হার ১৫%]

অর্থাৎ মূল্য সংযোজন = মোট উৎপাদন মূল্য - মোট উপকরণ মূল্য

এবং মূল্য সংযোজন কর = মূল্য সংযোজন × করের হার

VAT এর বৈশিষ্ট্য

১. রাজস্ব বৃদ্ধি

- মূল্য সংযোজন করের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করে। স্বাভাবিক কর ব্যবস্থার তুলনায় মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সরকারের অধিক পরিমাণে অর্থ আদায় করে। এতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়।

২. অভ্যন্তরীণ সম্পদ গ্রহণ

- মূল্য সংযোজন কর অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে সহায়তা করে। সরকার জনগণের নিকট থেকে ভ্যাট বাবদ অর্থ আদায় করে তার অভ্যন্তরীণ সম্পদ বা রাজস্ব ভাণ্ডার পূর্ণ করতে পারে।

৩. করের প্রতিস্থাপন

- বাংলাদেশের প্রচলিত মূল্য সংযোজন কর হলো আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপিত বিক্রয় কর এবং এটি দেশি পণ্যের আরোপিত আবগারি শুল্ককে প্রতিস্থাপিত করেছে।

৪. সমহার

- বাংলাদেশে সকল প্রকার ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য করযোগ্য পণ্য ও সেবার ওপর সাধারণত সমহারে (১৫% হারে) করারোপ করা হয়।

৫. রপ্তানি বৃদ্ধি

- রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা বাংলাদেশে প্রচলিত মূল্য সংযোজন করের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে রপ্তানিকৃত পণ্যের কোনো মূল্য সংযোজন কর ধরা হয় না। উপরন্তু উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং বিভিন্ন খরচের জন্য প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করসহ অন্য সকল কর ফেরত দেওয়া হয়।

VAT এর বৈশিষ্ট্য

৬. আমদানি হ্রাস

• আমদানিকৃত পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপের মাধ্যমে পণ্য আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

৭. দেশীয় শিল্প সম্প্রসারণ

• মূল্য সংযোজন করের পদ্ধতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ওপর কর রেয়াত প্রদান করে দেশীয় শিল্প সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

৮. কর ফাঁকি রোধ

এ কর ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলোঁ কর ফাঁকি রোধ। কেননা এ কর বিক্রেতা নিজেই সংগ্রহ করে কর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়। ফলে করদাতার কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

৯. ব্যয় হ্রাস

• এরূপ কর ব্যবস্থা সরকারের ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করে। মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় ও আদায়করণ প্রক্রিয়া অন্যান্য কর ব্যবস্থার তুলনায় সহজ ও ঝামেলামুক্ত বলে কর আদায়সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস পায়।

১০. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ

• দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মূল্য সংযোজন করের ভূমিকা অপরিসীম। এ কর ব্যবস্থার মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ভ্যাট ধার্য করে অর্জিত রাজস্ব দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়। ফলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

মূল্য সংযোজন করের প্রকারভেদ

১৯৯১ সালে আমাদের দেশে চালু হওয়া মূল্য সংযোজন কর আইন অনুযায়ী তিন ধরনের কর প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে :

ক) **মূল্য সংযোজন কর :** যদি কোনো উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক যাদের বার্ষিক বিক্রয় একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে মূল্য সংযোজনের উপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করতে হয়।

খ) **টার্ণওভার কর :** যে সব উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক এর বার্ষিক বিক্রয় নির্দিষ্ট সীমার কম তাদেরকে বার্ষিক বিক্রয়ের উপর ৩% হারে সম্পূরক শূল্ক প্রদান করতে হয়।

গ) **সম্পূরক শুল্ক :** কিছু বিলাস সামগ্রীর আমদানি ও ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসব পণ্যের উপর মুসক ছাড়াও বিভিন্ন হারে অতিরিক্ষ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে।

মূসকদাতা কে?

মূসকদাতা হলেন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবার সর্বশেষ ভোক্তা। সরবারহকারী বা বিক্রেতা বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে ক্রেতার নিকট হতে মূসক আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন। যেহুতু ভোক্তাই হলেন সর্বশেষ ক্রেতা, সেহুতু চূড়ান্ত মূসকের ভার ভোক্তার উপরই বর্তায়। সরবারহকারী বা বিক্রেতা শুধুমাত্র বিক্রয়স্তরের আদায়কৃত মূসক সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন।

মূসক এর হার?

মূসকের আদর্শ হার ১৫%। আমদানি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকের হার ১৫% এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে মূসকের হার ০% প্রযোজ্য।

মূসক নিবন্ধন ও টার্ন ওভার কর তালিকাভূক্তি সীমা কত?

নতুন মূসক ব্যবস্থার নিবন্ধন সীমা ৮০ লক্ষ টাকা এবং তালিকাভুক্তির সীমা ৩০ লক্ষ টাকা।

নিবন্ধনের নিয়ম ও পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় যেকোন আমদারিকারক, রপ্তানিকারক বা করযোগ্য সরবরাহ প্রদানকারীকে মূসক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। মূসক ব্যবস্থার সাথে এই সম্পৃক্তি সম্পন্ন হয় নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির মাধ্যমে। তাকে মূসক আইনের আওতায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করে মূসক আইনের প্রতিপালন করতে হয়। আর মূসক আইনের আওতায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করাকে নিবন্ধন বা তালিকাভূক্তি বলা হয়।

- ভ্যাট নিবন্ধনের জন্য BIN (Business Identification Number) নিতে হয়।
- NBR-এর অনলাইন ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VAT Online) থেকে নিবন্ধন করতে হয়।

নিবন্ধনের নিয়ম ও পদ্ধতি (চলমান)

অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ৮০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে নিবন্ধন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ৩০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করনে তালিকাভুক্তির আবশ্যকতা উদ্ভূত হয়। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবশ্যকতা উদ্ভূত হওয়ার দিন হতে ১৫ (পনের) দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে আমাকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্ত গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা

কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের ওপর ভিত্তি করে যে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করেন তাই ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা। এ সনাক্তকরণ সংখ্যার মাধ্যমে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও কার্যক্রম বোঝা যায় না। ৯ অংকের একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা যা দ্বারা এক জন করদাতাকে চিহ্নিত করা হয়। এনবিআর এর ওয়েবসাইট হতে এ নম্বরটি দিয়ে করদাতার ব্যবসার প্রকৃতি জানা যাবে।

আমার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সীমা বার্ষিক টার্নওভারের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে ফরম মূসক-২.১ এ কমিশনার বরাবর আবেদন করতে হবে। যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর মূসক সিস্টেম হতে তিন কার্যদিবসের মধ্যে আমার অনুকূলে ফরম মূসক-২.১ এ বিআইএন সম্বলিত একটি নিবন্ধন সনদপত্র/টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি সনদপত্র ইস্যু করা হবে।

ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (চলমান)

বিআইএন এর মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের আইনগত বৈধতা তৈরি হয়। তিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারবেন :

- ব্যাগেজ আমদানি ব্যতীত অন্য সকল আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে
- নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নামে ভূমি বা ভবন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে
- আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণের ক্ষেত্রে
- কোনো উৎসে কর্তনকারী সত্তায় কোনো সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে
- কোনো টেন্ডারে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে
- কোনো সংস্থায় তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে
- বন্ড লাইসেন্স অনুমোদনের ক্ষেত্রে
- নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে

অনলাইনে নিবন্ধন করার পদ্ধতি

আপনি নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী অনলাইন নিবন্ধন জন্য আবেদন করতে পারেন:

ধাপ-১: প্রথমে *www.nbr.gov.bd* সাইটে প্রবেশ করুন। অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নির্বাচন করুন। আপনি ভ্যাট অনলাইন পোর্টেলে পৌঁছে যাবেন।

ধাপ-২: প্রথমে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করুন, ব্যবহারকারীর আইডি তৈরী করার সময় ব্যবহারকারী দায়বদ্ধতা বহন করবে।

ধাপ-৩: ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে প্রবেশ করান এবং নিবন্ধীকরণের বিকল্পটি নির্বাচন করার পরে, ভ্যাট -2.1 ফর্ম জমা দিন, সঠিকভাবে পূরণ করুন।

ধাপ-৪: যদি সঠিকভাবে জমা হয়, ভ্যাট নিবন্ধিত সার্টিফিকেট অথবা টার্ণওভার ট্যাক্স এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট তৈরি হবে। সিস্টেম থেকে তা আপনি গ্রহণ করতে পারবেন। তা আবার আপনার ই-মেইলেও পাঠিয়ে দেয়া হবে।

ভ্যাট নির্ণয়ের সূত্র

আমরা যখন পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করি তখন উক্ত মূল্যের সাথে ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে আবার অন্তর্ভূক্ত নাও থাকতে পারে। যেমনঃ ভ্যাট সহ ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা। দোকানে আমরা কোনো পণ্য কিনলে মোড়কের গায়ে দাম লেখা থাকে এবং ব্রাকেটে লেখা থাকে ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত। তার মানে হলো উক্ত মূল্যের সাথে ভ্যাট যুক্ত আছে।

ধরি পণ্যের মূল্য ৫২০ টাকা। এই ৫২০ টাকার মধ্যে ভ্যাট যুক্ত করা আছে। তাহলে ভ্যাট হবে = (ক্রয়/বিক্রয় মূল্য × ১৫) ÷ ১১৫

অন্যদিকে যদি মূল্যের সাথে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত না থাকে তখন ভ্যাট হবে = (ক্রয়/বিক্রয় মূল্য × ১৫) ÷ ১০০

সাধারণত ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তির সময় ক্রেতা এবং বিক্রেতা নির্ধারণ করেন উক্ত মূল্য ভ্যাট সহ নাকি ভ্যাট ছাড়া।

বিভিন্ন ধাপে ভ্যাট কিভাবে কাজ করে

- ধাপ ১: আমদানিকারক
- বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করল = ১,০০০ টাকা
- আমদানির সময় ভ্যাট (১৫%) = ১৫০ টাকা
- মোট খরচ = ১,১৫০ টাকা
  এখানে ইনপুট ভ্যাট = ১৫০ টাকা

- **ধাপ ২:** উৎপাদনকারী
- কাঁচামাল কিনলো ১,১৫০ টাকায়
- উৎপাদন শেষে বিক্রি করলো ২,০০০ টাকায়
- আউটপুট ভ্যাট = ২,০০০×১৫%=৩০০২,০০০ × ১৫\% = ৩০০২,০০০×১৫%=৩০০ টাকা
- মোট বিক্রি = ২,৩০০ টাকা
- প্রদেয় ভ্যাট = আউটপুট ভ্যাট – ইনপুট ভ্যাট
  = ৩০০–১৫০=১৫০টাকা৩০০ – ১৫০ = ১৫০ টাকা৩০০–১৫০=১৫০টাকা

বিভিন্ন ধাপে ভ্যাট কিভাবে কাজ করে (চলমান)

- **ধাপ ৩: পাইকারি বিক্রেতা**

- উৎপাদক থেকে কিনলো ২,৩০০ টাকায় (ভ্যাটসহ)
- বিক্রি করলো ৩,০০০ টাকায়
- আউটপুট ভ্যাট = ৩,০০০×১৫%=৪৫০৩,০০০ × ১৫\% = ৪৫০৩,০০০×১৫%=৪৫০ টাকা
- মোট বিক্রি = ৩,৪৫০ টাকা
- প্রদেয় ভ্যাট = আউটপুট ভ্যাট − ইনপুট ভ্যাট
  = ৪৫০−৩০০=১৫০টাকা৪৫০ − ৩০০ = ১৫০ টাকা৪৫০−৩০০=১৫০টাকা

- **ধাপ ৪: খুচরা বিক্রেতা**

- পাইকারি থেকে কিনলো ৩,৪৫০ টাকায়
- বিক্রি করলো ৪,০০০ টাকায়
- আউটপুট ভ্যাট = ৪,০০০×১৫%=৬০০৪,০০০ × ১৫\% = ৬০০৪,০০০×১৫%=৬০০ টাকা
- মোট বিক্রি = ৪,৬০০ টাকা
- প্রদেয় ভ্যাট = আউটপুট ভ্যাট − ইনপুট ভ্যাট
  = ৬০০−৪৫০=১৫০টাকা৬০০ − ৪৫০ = ১৫০ টাকা৬০০−৪৫০=১৫০টাকা

বিভিন্ন ধাপে ভ্যাট কিভাবে কাজ করে (চলমান)

স্তর	বিক্রয়মূল্য	আউটপুট ভ্যাট	ইনপুট ভ্যাট	প্রদেয় ভ্যাট
আমদানিকারক	১,০০০	-	১৫০	১৫০
উৎপাদনকারী	২,০০০	৩০০	১৫০	১৫০
পাইকারি বিক্রেতা	৩,০০০	৪৫০	৩০০	১৫০
খুচরা বিক্রেতা	৪,০০০	৬০০	৪৫০	১৫০
মোট =	–	১,৫০০	–	৬০০

* আউটপুট ভ্যাট হলো সেই ভ্যাট, যা কোনো ব্যবসায়ী তার বিক্রি করা পণ্য বা সেবার উপর ধার্য করে এবং গ্রাহকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।
* ইনপুট ভ্যাট হলো সেই ভ্যাট, যা ব্যবসায়ী কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সময় পরিশোধ করে।

বিভিন্ন ধাপে ভ্যাট কিভাবে কাজ করে (চলমান)

- প্রতিটি ধাপে কেবল নিজের সংযোজিত মূল্য (Value Added) এর উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়।
- ভোক্তা শেষে ৪,০০০ টাকার পণ্যের জন্য মোট ৬০০ টাকা ভ্যাট দেয়।
- এই ৬০০ টাকা বিভিন্ন ধাপে ভাগ হয়ে সরকারে জমা হয়।

ধন্যবাদ